সিডনীতে ‘বড়’ এবং ‘ছোট’র স্বরস্বতী পুজা ও কিছু কথা

বনি আমিন

গত ৩১শে জানুয়ারী শনিবার সিডনী মহানগরের পশ্চিমাঞ্চলের একটি আবাসিক এলাকা গ্রানভীলে বাংলাদেশী প্রবাসী হিন্দুদের একটি অংশ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তাদের স্বরস্বতী পুজা উদযাপন করেন। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পুজা এন্ড কালচার [B.S.P.C] নামক সংগঠনের ব্যানারে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে এখন থেকে প্রায় তের বছর আগে প্রতিষ্ঠিত উক্ত হিন্দু সংগঠনটি গত এক বছর হলো নেত্রীত্ব ও স্বার্থ সংক্রান্ত কোন্দলে পড়ে দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। একপক্ষ সংগঠনের সভাপতি ও কিছু সংখ্যক প্রবীন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে ‘সম্মান’ এর ভয়ে নিরাপদ দুরুত্বে সরে দাঁড়ায়। অন্যপক্ষ সংগঠনের সহসভাপতি ও কিছুসংখক নবীন সদস্যদের নিয়ে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসে। উভয় পক্ষ জোর গলায় নিজেদেরকে বি.এস.পি.সি সংগঠনের মুলধারা হিসেবে দাবী করে যাচ্ছে। প্রতিযোগীতা করে উভয় পক্ষ একই সংগঠনের ব্যানারে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো একই দিনে প্রতিযোগীতা করে উদযাপিত করে আসছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। এক্ষেত্রে দুপক্ষই তিথী বা লগ্নের দোহাই দিয়ে সাধারণের সমালোচনা থেকে নিজেদের গা বাচিয়ে নিচ্ছেন। আমন্ত্রীত অতিথি ও অনিরপেক্ষ পুজারীরা একই নামে সিডনীর বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে একই দিনে একই অনুষ্ঠানের প্রচার দেখে বিভ্রান্ত হন এবং মনে মনে প্রশ্ন করেন, ‘কে আসল, কে নকল’ অথবা ‘কে আদি, কে বিবাদী’। আর নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ভুক্ত নিরীহ হিন্দুরা এমতাবস্থায় বড় লজ্জায় পড়ে যান, আর ভাবেন ‘কাকে ছেড়ে, কার কুলে যাই’ অথবা ‘কে বড়, কে ছোট’ ইত্যাদি। তবুও যেতে হয়, দুপক্ষকেই দর্শন দিয়ে তারা মুখ বাঁচান। কিন্তু তাদের মনে সারাদিন ঐ প্রশ্নগুলো বার বার আঁকুপাঁকু করতে থাকে, ‘কে বড়, কে ছোট’! সন্দেহের এ দোলচালে অনুসন্ধিৎসু ও সুক্ষদৃষ্টি সম্পন্ন আমন্ত্রিত অতিথি ও পুজারীরা উভয়পক্ষের প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে ব্যাবহৃত ভাষা ও শব্দের মাঝে ‘ছিদ্রান্বেষন’ করে থাকেন। রসিকতার সুরে পুজোর দিন কর্ণফুলীর একজন বিদগ্ধ পাঠক ও পুজোতে আমন্ত্রিত কয়েকজন অতিথি জানালেন যে একই নামে পরিচিত হলেও একপক্ষের প্রচারপত্রের নীচে থাকে ‘সভাপতি’ [বা আহ্বায়ক] এর সই এবং আরেকপক্ষের প্রচারপত্রে সই করেন ‘সহ সভাপতি’। তারা মনে করেন সভাপতি [বা আহ্বায়ক] পদটি ‘সিনিয়র’ এবং সহসভাপতি পদটি ‘জুনিয়র’। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে সভাপতির [বা আহ্বায়ক] ছত্রছায়াতে যারা অবস্থান করছেন তারা প্রায় সকলেই ‘গুরু-জন’ তাই তারা ‘বড় বি.এস.পি.সি’ হিসেবে দাবী করছেন। আর যারা বয়সের তুলনায় নবীন এবং ‘সহসভাপতি’র ছাতিম তলায় দাঁড়িয়ে আছেন তারা নিজেদেরকে ‘ছোট-বি.এস.পি.সি’ হিসেবে পরিচিত করলে অন্যায় কিছু হবেনা। “তবে চলার পথে দেখা যাবে কার ‘দম’ কতটুকু এবং কে কতদুর পথ চলতে পারেন”, পাশে

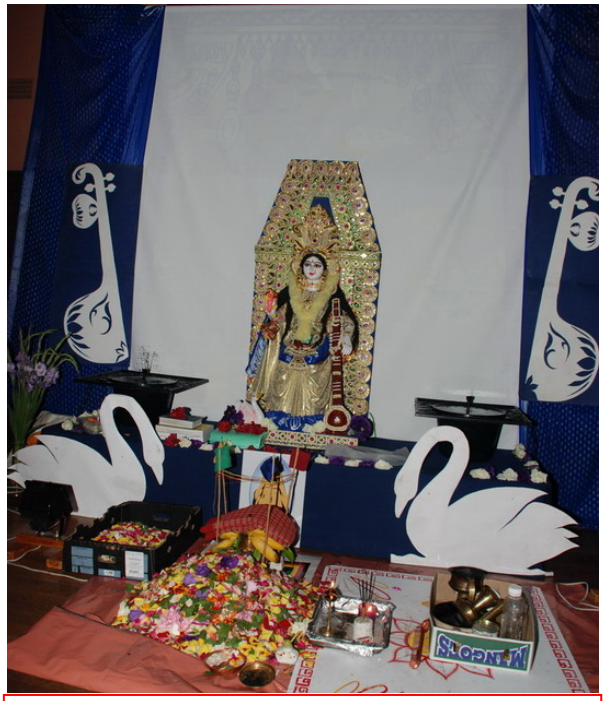

গ্রানভীল টাউন হলে বিদ্যাদেবীর ‘ডিজিটাল’ প্রতিমা!

দাঁড়ানো শ্রীমতি সুহাসিনী মুখোপধ্যায় মুচকী হেসে মন্তব্যটি ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে বিদ্যাদেবীর 'ডিজিটাল' প্রতীমার দিকে চলে গেলেন। প্রচন্ড ভীড়ের মাঝে শ্রীমতি সুহাসিনী করজোড়ে বিদ্যাদেবী স্বরস্বতীর কাছে চোখমুদে ঠোঁট নেড়ে কি চাইলেন শোনা যায়নি, কারণ বড় বি.এস.পি.সি'র পুজোতে সেদিন গ্রানভীল টাউন হল ছিল দিনভর লোকে লোকারন্য। আর তাছাড়া আরাধনা বা প্রার্থনার কথা কখনো শোনা যায় না, এগুলো অন্তরের কথা। তবে অন্তরদৃষ্টি দিয়ে অনুধাবন করলে তার কিছুটা হয়তবা অনুমান করা যায়। সুন্দরী সুহাসিনী তার আরাধনায় হয়তবা বলেছেন -

"হে শ্বেতবসনা স্বর্গীয় দেবী
তোমার গলায় তুষার শুভ্র ফুলের মালা
এক হাতে তোমার বীণা, আরেক হাতে রাজদন্ড
স্বর্গের দেবী। তোমার আসন পদ্মফুলের উপর
তুমি স্রষ্ঠা, রক্ষাকারী এবং ধ্বংসেরও অবতার
তোমার প্রতি আমার নিবেদন হে জ্ঞানের দেবী
তোমার জ্ঞানের তরবারিতে আমার অজ্ঞতা
সম্পুর্ণ বলি দাও"

শুধু কি সুহাসিনী, আরো কত শত পুজারী সেদিন গ্রানভীল টউন হলের আসনে উপবিষ্ঠ বিদ্যাদেবীর কাছে জ্ঞান প্রার্থনা করেছিলেন কে জানে। তবে বিদ্যাদেবী কি আদৌ তাদের প্রার্থনা শুনেছেন? দিয়েছেন কি কোন জ্ঞান? "জ্ঞান জীবনকে পূর্ণতা করে, সুখ জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করে, শুভ কর্ম মানুষকে মৃত্যুহীন করে", বিদ্যাদেবী কি তাদের কর্ণকূহরে এই বাণীটি পৌঁছাতে পেরেছিলেন?

ওদিকে সিডনীর আন্তঃপশ্চিম আবাসিক এলাকা এ্যাশফীল্ডের পলিশ ক্লাবে একই দিনে অর্থাৎ ৩১শে জানুয়ারী শনিবার একই লগ্নে বেশ আনন্দ উৎসবের মাঝে 'ছোট-বি.এস.পি.সি' তাদের স্বরস্বতী পুজা উদযাপন করেছিল। পলিশ ক্লাবের হলটি তুলনামুলকভাবে ছোট হওয়াতে পুজারীদের ভীড়ে অনেকে আরামদায়কভাবে দেবীদর্শন করার সুযোগ পায়নি। 'ছোট'দের পুজোতেও আমন্ত্রিত অতিথি ও পুজারীর উপস্থিতি কোনাংশে বড়দের তুলনায় কম ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শী অনেক অতিথি কর্নফুলীর কাছে মন্তব্য করেছেন যে এ্যাশফীল্ডে বিদ্যাদেবীর পুজোতে সেদিন যে সংখ্যক লোকের উপস্থিতি ছিল তা ছিল নজিরবিহীন এবং আগামীতে 'ছোট'রা তাদের কোন আচার-অনুষ্ঠান পলিশ ক্লাবের মত ক্ষুদ্র পরিসরে আর কখনো করতে পারবেন না। তাদেরকে হয়তবা বারউড গার্লস হাইস্কুলের অডিটোরিয়ামের মত বড় কোন হল এবং খোলামেলা গ্রাউন্ডে পুজো অনুষ্ঠান করতে হবে। বরাবরের মত এবারো তাদের পুজোর প্রসাদ ছিল দেবীর আশির্বাদপুষ্ঠ, যারফলে সুস্বাধু ও মুখরোচক প্রসাদে পরিতৃপ্ত ছিল সকল পুজারী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। 'ছোট'দের পুজোমন্ডপের তুলনায় 'বড়'দেরটা ছিল এবার আকর্ষনীয়। সম্প্রতি নির্বাচিত সরকারের তথাকথিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষনার

বড় বি.এস.পি.সি'র মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচছে তিথন

সাথে সুর মিলিয়ে 'বড়'রা এবার তাদের দেবী মন্ডপকে কম্পিউটারাইজড 'ডিজিটাল লাইটিং' দিয়ে আলোকিত করে জ্ঞানপিপাষুদের জন্যে এক মোহময়ী পরিবেশ সৃষ্ঠি করেছিলেন। সব মিলিয়ে বিভক্ত 'বড়' ও 'ছোট' দুপক্ষের স্বরস্বতী পুজো এবার স্বার্থক ও সফল হয়েছে বলে উভয় মন্ডপ ঘুরে আসা দর্শনার্থী ও পুজারীরা মন্তব্য করেছেন।

তবে বিদ্যাদেবী দুপক্ষের কাউকে সত্যিকারার্থে কোন জ্ঞানের বর দিয়ে যেতে পেরেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সকলেই সন্দিহান। কারণ জ্ঞানীরা কখনো 'ক্ষুদ্র' বিষয় নিয়ে বৃহত্তর স্বার্থকে কখনো জলাঞ্জলি দেয়না অথবা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে আপন সহদোরের কণ্ঠে ক্ষুরের পোঁচ দেয় না। দ্বিধাবিভক্ত উভয়পক্ষের সকল 'জ্ঞানী'রা জ্ঞানদেবীর সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়ানোর আগে মনে করা উচিৎ ছিল যে, "জ্ঞান হচ্ছে বিধাতার শ্রেষ্ঠ দানসমুহের মধ্যে সবচেয়ে বড় দান। যে ব্যক্তির কথা ও কাজ সামঞ্জস্যপূর্ন সে ব্যক্তিই জ্ঞানী। আর যার মধ্যে তা নেই সে ব্যক্তিই 'জ্ঞানপাপী'।" কলির এই যুগে দেশে প্রবাসে সর্বক্ষেত্রে বর্ণ ও ধর্মনির্বিশেষে বাংলাদেশীরা আজ জ্ঞানপাপীদের ভারে ভারাক্রান্ত। কবে এ জাতি 'জ্ঞানপাপী'দের হাত থেকে রেহাই পাবেন তা একমাত্র পরমেশ্বরই জানেন।

বনি আমিন, ১২/০২/২০০৯, সিডনী